IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]:[illegible]
[illegible]: [illegible]

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

الذنب الأعظم

(باللغة البنغالية)

الشيخ محمد بن أحمد العماري

ترجمة: علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.............
এ নিবন্ধে লেখক আল্লাহর সঙ্গে শির্ক এর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। এতে শির্কের ভয়াবহতা, শির্কের কিছু ধরন ও মুশরিকের শাস্তি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

1

সবচেয়ে বড় গুনাহ

পৃথিবীতে যত পাপ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা। পৃথিবীতে শির্কের চেয়ে জঘণ্য আর গুনাহ নেই। যে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের একটি মুহূর্তও কাটে না, কাউকে তাঁর সমকক্ষ, সমতুল্য বা সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? তাই আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»

2

“আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, তুমি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করবে; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন”।[1]

আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করার অর্থ আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদত করা। তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্য কারও দাসত্বও মেনে নেওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗا﴾ [النساء: ٣٦]

“তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬]

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِۦٓ﴾ [الرعد: ٣٦]

“বলুন, আমাকে কেবল আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদাত করি এবং

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬।

3

তাঁর সাথে শরীক না করি”। [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩৬]

আরেক আয়াতে তিনি বলেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

“সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে”। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

শির্ক যে সবচেয়ে বড় যুলুম ও নিকৃষ্টতম পাপ তা কতভাবেই না আল্লাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣﴾ [لقمان: ١٣]

“আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শির্ক করো না; নিশ্চয় শির্ক হলো বড় যুলুম”। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩]

4

যে শির্ক করে সে যালিম। কারণ , আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন আর সে ইবাদত করছে অন্য কারও। সে তো নিমকহারাম ; অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ বলেন ,

﴿ أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ١٩١ وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ لَهُمۡ نَصۡرٗا وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ ١٩٢ ﴾ [الاعراف: ١٩١، ١٩٢]

“তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে , যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না , বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয় ? আর তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না ’। [সূরা আল -আ‘রাফ, আয়াত: ১৯১-১৯২]

তিনি তাকে রিযিক দেন আর সে অন্য কারও শুকরিয়া আদায় করে। সে নুন খায় একজনের আর গুণ গায় আরেকজনের। আল্লাহ বলেন ,

﴿ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقٗا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ٧٣ ﴾ [النحل: ٧٣]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপসনা করে, যারা আসমানসমূহ ও যমীনে তাদের কোনো রিযিকের মালিক নয় এবং

5

হতেও পারবে না”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৩]

মুশরিকের শাস্তি:

শির্ক যেহেতু বড় গুনাহ, তাই আল্লাহ শির্ককারী তথা মুশরিককে শাস্তিও দিবেন বড় মর্মন্তুদ।

প্রথম শাস্তি:

আল্লাহ মুশরিকের সিয়াম, সালাত, হজ বা যাকাত - কোনো কিছুই কবুল করেন না, যাবৎ সে তাওবা করে ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨ ﴾ [الانعام: ٨٨]

“আর যদি তারা শির্ক করত, তারা যা আমল করছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮৮]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥ ﴾ [الزمر: ٦٥]

“আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী পাঠানো

6

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

﴿ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]

“তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান ”। [সূরা আন - নিসা , আয়াত: ৪৮]

হাদীসেও দেখুন সেই একই কথার পুনঃধ্বর্নি। শির্ক না করে শত পাপ করেও নিস্তারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শির্কের ক্ষমা নেই। আবূ যর (গিফারী) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«عَـرَضَ لِي جِبْرِيـلُ، قَـالَ: بَشِّـرْ أُمَّتَـكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ شَـيْئًا دَخَـلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ " قَـالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَـــرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قَـــالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الخَمْرَ»

“আমার সামনে জিবরীল আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন , আপনি আপনার উম্মতদের সুসংবাদ দিন , যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে , সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে থাকে ? তিনি বললেন , যদিও সে

8

যিনা করে এবং চুরি করে থাকে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে থাকে ? তিনি বললেন , যদিও সে মদ পান করে”।[2]

তৃতীয় শাস্তি :

আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তার সঙ্গে কাফেরের অনুরূপ আচরণ করবেন। যদিও সে সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে, হজ সম্পাদন করে এবং যাকাত প্রদান আর নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে। আল্লাহ বলেন ,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে , তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই ”। [সূরা আল-মায়েদাহ , আয়াত: ৭২]

পক্ষান্তরে অন্তত শির্ক না করে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার জন্য

---

[2] সহীহ বুখারী , হাদীস নং ৬৪৪৩ ; সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ৯৪।

9

পরিত্রাণের বার্তা রয়েছে। জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে”।[3]

চতুর্থ শাস্তি:

মুশরিকের ক্ষেত্রে ফিরিশতা, নবী বা মুমিন তথা কোনো সুপারিশকারীই কাজে আসবে না। পীরের কথা তো বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨﴾ [المدثر: ٤٨]

---

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩।

10

“[illegible] [illegible] [illegible] [

কোনো সত্য ইলাহ নেই। জাহান্নামে ফিরিশতারা সাজদার চিহ্ন দেখে তাদের চিনতে পারবেন। আগুন বনী আদমের সবই ভষ্ম করতে পারবে কিন্তু সাজদার চিহ্ন ভক্ষণ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ জাহান্নামের জন্য সাজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে”।[4]

পঞ্চম শাস্তি :

শির্ককারীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করবেন না। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا»

“প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে কবুল দো‘আ রয়েছে। প্রত্যেক নবীই আগেভাগে দো‘আ করে ফেলেছেন। আর আমি আমার

---

[4] সহীহ বুখারী , হাদীস নং ৭৪৩৭।

12

দো‘আকে গোপন রেখেছে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফা ‘আতের জন্য। অতএব, সেটি আমার প্রত্যেক উম্মতই ইনশাআল্লাহ পাবে যে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক না করে মারা যাবে ”।[5]

কখনো মুশরিকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু কোনো কোনো মুসলিম শির্কে লিপ্ত হন। যেমন , মূসা আলাইহিস সালামের সগোত্রীয় সুনির্বাচিত লোকেরা সমুদ্রডুবি ও ফির‘আউনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের পর শির্কে বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ তাদের ঘটনা তুলে ধরে বলেন ,

﴿ وَجَٰوَزۡنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصۡنَامٖ لَّهُمۡۚ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ ١٣٨ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٞ مَّا هُمۡ فِيهِ وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡغِيكُمۡ إِلَٰهٗا وَهُوَ فَضَّلَكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٤٠ ﴾ [الاعراف: ١٣٨، ١٤٠]

“আর বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর তারা আসল এমন এক কাওমের কাছে যারা নিজদের

---

[5] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ১৯৯।

13

[illegible]

[illegible]

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْـرٍ، ولِلْمُشْـرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْـدَهَا، ويَنُوطُـونَ بِهَا أَسْـلِحَتَهُمْ يُقَـالُ لَهَا ذَاتُ أَنْـوَاطٍ- قَـالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّـدْرَةِ،

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: ﴿جعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَة قَالَ إِنَّكُمْ قَوم تَجۡهَلُونَ﴾ [الاعراف: ١٣٨]، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হুনায়নের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি (নওমুসলিম)। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুলগাছ ছিল যার চারপাশে তারা একান্তভাবে বসত এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে তারা ‘যাত আনওয়াত’ বলত। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম , ‘হে আল্লাহর রাসূল , মুশরিকদের যেমন ‘যাতু আনওয়াত’ আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ ‘যাতু আনওয়াত ’ (একটি গাছ) নির্ধারণ করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

15

[illegible], ‘[illegible]’, [illegible] [illegible] [illegible]

তোমাদের ওপর হারাম করেছেন ”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১৯]

আল্লাহ যা দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন, শির্ক করা তার অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا
تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا
تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا
تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١ ﴾ [الانعام:
١٥١]

“বলুন, ‘এসো, তোমাদের ওপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে রিযিক দিই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না - তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে

17

নির্দেশ দিয়েছেন , যাতে তোমরা বুঝতে পার”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫১]

শির্কের প্রথম প্রকার :

আল্লাহর সঙ্গে বা তাঁকে ছাড়াই ফিরিশতা বা নবীদের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। যে তাদের ইবাদত করবে সে আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী করবে এবং নিজ মুনিবের সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্তকারী হিসেবে গন্য হবে। আল্লাহ বলেন ,

﴿وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۗ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ٨٠﴾ [ال عمران: ٨٠]

“‘আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে , তোমরা ফিরিশতা ও নবীদেরকে রব রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন ”? [সূরা আলে ইমরান , আয়াত: ৮০]

দ্বিতীয় প্রকার :

আল্লাহর সঙ্গে বা তাঁকে ছাড়াই ওলী - বুযুর্গানের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। যে তাদের ইবাদত করবে সে নিজ মুনিবের

18

সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগী বুযুর্গদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣﴾ [نوح: ٢٣]

“আর তারা বলে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও নাসরকে”। [সূরা নূহ, আয়াত: ২৩]

ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও নাসর- এদের প্রত্যেকেই ছিলেন একেকজন পুণ্যবান মানব ও বুযুর্গ

19

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠ [النجم: ١٩، ٢٠]

“[illegible] ‘[illegible]’? [illegible]?” [illegible, illegible:]

[illegible]:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٦٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِى هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ٦١ [يس: ٦٠، ٦١]

“হে বনী আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেইনি যে, ‘তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদাত কর। এটিই সরল পথ”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬০-৬১]

এক কথায় রহমান আল্লাহ ছাড়া যার উদ্দেশ্যেই ভক্তি-ইবাদত নিবেদন করা হবে তা শয়তানের জন্য বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِن يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثٗا وَإِن يَدۡعُونَ إِلَّا شَيۡطَٰنٗا مَّرِيدٗا ١١٧ لَّعَنَهُ ٱللَّهُۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ١١٨﴾ [النساء: ١١٧، ١١٨]

“আল্লাহ ছাড়া তারা শুধু নারীমূর্তিকে ডাকে এবং কেবল অবাধ্য শয়তানকে ডাকে। আল্লাহ তাকে লা‘নত করেছেন এবং সে বলেছে, ‘অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৭-১১৮]

আবূ তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

21

لَمَّا فَتْحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِـدَ بْنَ الْوَلِيـدِ إِلَى نَخْلَـةٍ، وَكَـانَتْ بِهَا الْعُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ, وَكَانَتْ عَلَى ثَلَاثِ سَـمُرَاتٍ، فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ، وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَـا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا», فَرَجَعَ خَالِدٌ, فَلَمَّا بَصُرَتْ بِهِ السَّدَنَةُ وَهُمْ حَجَبَتُهَا، أَمْعَنُـوا فِي الْجَبَـلِ, وَهُمْ يَقُولُـونَ: يَا عُـزَّى يَا عُـزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ, فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ, نَاشِرَةٌ شَـعْرَهَا, تَحْتَفِرُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِـــهَا، فَعَمَّمَهَا بِالسَّـــيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: «تِلْكَ الْعُزَّى»

“[illegible]
[illegible]
[illegible]
‘[illegible]
[illegible]
[illegible]
‘[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
‘[illegible]
[illegible]
[illegible]

বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে দেখ , কোনো কাজই করোনি তুমি। তখন খালেদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সেখানে পুনরায় গেলেন। খালেদ ফিরে গেলেন। তাকে দেখে (ঐ আশ্রমের) প্রহরীরা , হে উজ্জা হে উজ্জা বলে পাহাড়ের আড়ালে পলায়ন করল। খালেদ তার সামনে পৌঁছা মাত্র এক চুল খোলা উলঙ্গ নারীকে দেখলেন সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করছে। তিনি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে বৃত্তান্ত তুলে ধরলেন। শুনে তিনি বললেন, সে ছিল উজ্জা ”।[7]

আর যে শয়তানের অনুসরণ -ইবাদত করে , শয়তান তাকে রহমান আল্লাহর সঙ্গে শির্ক , কুফর ও বিদ ‘আত শেখায়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾ [الانعام: ١٢١]

---

[7] নাসাঈ , সুনান আল-কুবরা , হাদীস নং ১১৪৮৩।

23

“আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২১]

শয়তান মানুষের সঙ্গে কথা বলে স্বর ও সূরতে এবং স্বরূপে ও ভিন্নরূপে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورٗا ٦٤﴾ [الاسراء: ٦٤]

“তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও’। আর শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোনো ওয়াদাই দেয় না”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৬৪]

আবূ তোফায়ল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু

24

থেকে বর্ণিত , জাহেলী যুগের দেবী উজ্জার সম্মুখে শয়তান আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখন খালেদ ইবন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে হত্যা করে ফেলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে বৃত্তান্ত তুলে ধরলে তিনি বললেন, সে ছিল উজ্জা।[৪]

ইমাম বুখারী দীর্ঘ এক হাদীসে ঘটনা তুলে ধরেন যে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে শয়তান এসেছিল এবং তিন রাত অবস্থান করেছিল। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ»

“তুমি কি জানো তিন রাত তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছ হে আবূ হুরায়রা ? তিনি বললেন, জী না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ছিল শয়তান ”।[9]

---

[৪] নাসাঈ : প্রাগুক্ত।

[9] সহীহ বুখারী , হাদীস নং ২৩১১।

25

মোটকথা, শয়তান তার কণ্ঠ ও কর্ম দিয়ে মুশরিকদের বিভ্রান্ত করেছে। অথচ তারা ভেবেছে এ বুঝি কেবল একটি চিত্র বা কবরস্থ কেউ। কিয়ামত পর্যন্তই সে এভাবে ছলে-বলে-কৌশলে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে যাবে। আমাদের কর্তব্য হবে, সর্বদা শয়তানের চক্রান্ত ও প্ররোচনা সম্পর্কে সতর্ক থাকা। আল্লাহর কাছে দিবারাত্র শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কূটচাল থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করা। আল্লাহ আমাদেরকে সব ধরনের শির্ক থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে শির্কমুক্ত ঈমান নিয়ে কবরের যাত্রী বানান। আমীন।

26